আবাসন প্রকল্প

পটভূমি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মকৌশল ও নীতিমালা

[illegible]
[illegible] ১৪১০/ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

আবাসন প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা

সংশোধিত সংস্করণ
আষাঢ়, ১৪১১/জুলাই, ২০০৪।

আবাসন প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দারিদ্রপীড়িত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সর্বস্তরের মানুষ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সকলের জন্য সমঅধিকার, সকলের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করার অঙ্গীকার নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে বর্ণিত আছে। সেই প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর জনগণের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকায় এবং সরকারের সকল স্তরে ব্যাপক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। জনগণ সরকারের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। দারিদ্র আরো জেঁকে বসে সাধারণ মানুষের উপর। জনগণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সুবিধা থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হয়।

সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিকাশের পথকে রুদ্ধ করা হয়।

এমনি এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জনগণের নিজেদের সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করে স্ব-উদ্যোগে সমাধান করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম সরকার গঠন করেন। গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য পল্লী চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ এবং সকলের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তিনি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দরিদ্র, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পুনর্বাসন করে দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন কাজ শুরু করেন এবং জনগণকে এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াস চালান।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান খাল খনন কর্মসূচী, কৃষি বিপ্লবসহ বিভিন্ন গণমূখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অল্পদিনের মধ্যেই দেশে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেন। ফলে জনগনের মধ্যে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

তিনি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ধারা সূচনা করে রাজনীতিতে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেন। সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশে দারিদ্র বিমোচন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মক বাঁধার সম্মুখীন হয়, জনগণের মধ্যে নেমে আসে হতাশার কালো ছায়া।

২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শের অনুসারী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার বিপুল বিজয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে আবার আশার আলো ফুটে উঠেছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচনের অঙ্গীকার রয়েছে। বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অসমাপ্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সরকারের সাংবিধানিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাই আবাসন প্রকল্প গ্রহণের কারণ।

আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, এর সমস্যা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দিয়েছিলেন। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল জেলায় দারিদ্র বিমোচনে সরকারের করণীয় সম্পর্কে সেমিনার/ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজকর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের মতামত ও সুপারিশকে সমন্বিত করে জেলা প্রশাসকগণ দারিদ্র বিমোচনে সরকারের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রেরণ করেছেন। উক্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক লোক গৃহহীন, ভূমিহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল। তাই দারিদ্র বিমোচন এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ইতোপূর্বেও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাই মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার মানুষের সুপারিশের ভিত্তিতে জুলাই ২০০২ থেকে জুন ২০০৬ পর্যন্ত ৪ বছরে গ্রামাঞ্চলের ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন এবং তাদেরকে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য আবাসন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০০২ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি(একনেক) কর্তৃক আবাসন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ছক অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মকৌশল এবং বিভিন্ন নীতিমালাসমূহ এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আবাসন প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপনের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন। এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত ৬৫ হাজার পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল সদস্যদের ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হবে। এজন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	
	ব্যারাক হাউজ	পুনর্বাসিত পরিবার
২০০২-২০০৩	৭০০	৭,০০০
২০০৩-২০০৪	২,৩৫০	২৩,৫০০
২০০৪-২০০৫	২,৩৫০	২৩,৫০০
২০০৫-২০০৬	১,১০০	১১,০০০

আবাসন প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের উপায়সমূহ

আবাসন প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য -

ক) ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করার উপযোগী খাসজমি, রিজিউমকৃত জমি, দানকৃত জমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমি চিহ্নিত করে আবাসন প্রকল্পের স্থান নির্বাচন;

খ) আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসন করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক ভূমিহীন; গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবার বাছাই;

গ) প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ও নক্সা অনুসারে আবাসন প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থানের ভিটি প্রস্তুত ও গৃহ নির্মাণ করে বাছাইকৃত পরিবারসমূহ পুনর্বাসন। পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা সত্ত্বের দলিল/ কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিষ্ট্রী ও নামজারী;

ঘ) আবাসন গ্রামে পুনর্বাসিতব্য পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক পর্যায়ে ২ মাস মেয়াদী ভিজিএফ সুবিধা প্রদান ;

ঙ) পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য সাধারণ জমির ব্যবস্থা;

চ) পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;

ছ) আবাসন গ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন, সমিতি নিবন্ধন এবং তাদেরকে সম্মানজনকভাবে নিজেদের সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়াস চালাতে উদ্বুদ্ধকরণ;

জ) আবাসন গ্রামের ৬-১১ বৎসরের ছেলে মেয়েদের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে/ কমিউনিটি সেন্টারের কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ও সেখানে লেখাপড়া করা নিশ্চিতকরণ এবং বয়স্কদের সাক্ষরতার নিশ্চয়তা বিধান;

ঝ) আবাসন গ্রামের সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ সকলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

ঞ) আবাসন গ্রামের পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড তথা হাঁসমুরগী ও ছাগল প্রতিপালনের জন্য উৎসাহ দান; এবং

ট) উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরসমূহ এবং বিভিন্ন উৎসাহী বেসরকারী সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা ।

আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

ক) ৫০ শতকের উপরে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্ঠক জমি বাছাই(খাস, দানকৃত, রিজিউমকৃত, ক্রয়কৃত)।

খ) নির্ধারিত ছক পূরণ করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ।

গ) উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্ক-ফোর্স কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন।

ঘ) জেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্ক-ফোর্সের নিকট অনুমোদিত প্রস্তাব প্রেরণ।

ঙ) জেলা প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে যৌথ জরীপ সম্পন্নকরণ।

চ) জেলা টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন।

ছ) আবাসন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।

জ) আবাসন প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব যাচাই।

ঝ) যাচাইকৃত প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন।

ঞ) উপজেলা পর্যায়ে ভূমিহীন পরিবার বাছাই।

ট) মাটির কাজের পরিপূর্ণ প্রাক্কলন আহবান।

ঠ) মাটিরকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্য-শস্য বরাদ্দ ও মাটির কাজ বাস্তবায়ন।

ড) ব্যারাক হাউজ নির্মাণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে কার্যাদেশ প্রদান ও অগ্রীম চেকের মাধ্যমে।

ঢ) অর্থ প্রদান।

ন) ব্যারাক হাউজ নির্মাণ।

প) উপজেলা প্রশাসনের কাছে ব্যারাক হাউজ হস্তান্তর।

ফ) বাছাইকৃত ভূমিহীন পরিবারসমূহ পূনর্বাসন।

ব) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ(প্রশিক্ষণ,পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম, বনায়ন ইত্যাদি

ভ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।

উপজেলা টাস্কফোর্সের কার্যক্রম

ক) আবাসন প্রকল্পের ভূমি বাছাই।

খ) উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি গঠন।

গ) মাটির কাজ সম্পাদন।

ঘ) উপকারভোগী বাছাই।

ঙ) সশস্ত্র বাহিনীকে নির্মাণকাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

চ) নির্ধারিত ছকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি প্রেরণ।

ছ) সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে নির্মিত ব্যারাক হাউজ গ্রহণ।

জ) পরিবার পুনর্বাসন।

ঝ) কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।

ঞ) প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

ট) ঋণ প্রদান।

ঠ) আবাসন প্রকল্প পরিদর্শন এবং রিপোর্ট প্রেরণ।

আবাসন প্রকল্পের জন্য ভূমিহীন পরিবার বাছাই নীতিমালা

(কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে)

ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়া

ক) ভূমিহীনগণ উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স এর সদস্য-সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিল করবেন।

খ) সদস্য-সচিব প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি ইউনিয়ন-ওয়ারী বাছাই করবেন।

গ) প্রাপ্ত দরখাস্তসহ উপজেলা টাস্কফোর্স প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হবেন। এই সময় আবেদনকারীদেরকে টাস্কফোর্সের সামনে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই করবেন।

ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্ত ক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের সঠিকতা যাচাই করবেন এবং এইভাবে চূড়ান্তভাবে প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন।

ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/ চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি ফটো জমা দিতে হবে এবং আবেদনপত্রে তাঁর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

চ) আবেদনপত্রের সাথে স্থানীয় ইউ,পি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

ছ) একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে আবাসন প্রকল্পের ব্যারাক হাউজে কক্ষ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

জ) জমি স্বামী- স্ত্রী দুইজনের যৌথনামে প্রদান করা হবে। তবে বিধবা বা বিপত্নীক এর ক্ষেত্রে একক নামেও দেয়া হবে।

আবাসন প্রকল্প ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমুল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী। জমি ছাড়াও এই প্রকল্পের অধীনে যেহেতু প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘর, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য কার্যক্রম জড়িত সেহেতু উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় নীতিমালার আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের অভাব, প্রয়োজন, খাস জমির সংকট ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে ভূমিহীন বাছাই করতে হবে।

ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা

আবাসন প্রকল্পের কক্ষ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করতে হবে।

ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।

খ) নদী ভাঙ্গা পরিবার (যার সব জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে)।

গ) কৃষি জমি ও বাস্তুভিটাহীন পরিবার।

ঘ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।

ঙ) প্রকল্প স্থানে পূর্ব থেকে বসবাস করছে এমন ভূমিহীন পরিবার।

চ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা।

ছ) যাদের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। তবে এক্ষেত্রে উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স নানাদিক বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজন বোধ করলে বয়স সীমা শিথিল করতে পারবে।

জ) যে পরিবারের সন্তান সংখ্যা ০২ এর অধিক নয়। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স এই শর্ত শিথিল করতে পারবে।

ঝ) প্রয়োজনে কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা শিথিলযোগ্য।

যাদেরকে পুনর্বাসন করা যাবে না

ক) অভ্যাসগত ভিক্ষুক ও অপরাধী এমন মানুষকে।

খ) অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদেরকে।

ভূমিহীন পরিবার

যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষি জমি কিছুই নেই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর অথবা দিনমজুর (Wage labour) তাকে ভূমিহীন পরিবার বুঝাবে।

আবাসন প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা

আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। এ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারবর্গ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলভুক্ত হবে এবং সমবায় বিভাগে নিবন্ধিত হবে। সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বল্প-মেয়াদী/দীর্ঘ-মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী

১. 'আবাসন' প্রকল্পের উপকারভোগীদের দক্ষ জনশক্তি ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা ;

২. বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি ;

৩. পুনর্বাসিতদের ক্ষমতায়ন ;

৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ;

৫. নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান ;

৬. সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি ও মূলধন গঠনে সহায়তা প্রদান ;

৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ;

৮. শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মারাত্মক রোগব্যাধি, উহা প্রতিরোধের বিভিন্ন টিকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ;

৯. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা এবং সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ;

১০. প্রাপ্তবয়স্কদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা ;

১১. পুনর্বাসিতদের পরিবার কল্যাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি ;

১২. সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ;

১৩. পুনর্বাসিতদের সংগঠিতকরণ, সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা ;

১৪. বায়োগ্যাস / বিকল্প জ্বালানী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ;

১৫. সকল শিশুর (৬-১১ বছর) বিদ্যালয় গমন নিশ্চিতকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

কৌশল/কার্যক্রম

১. 'আবাসন' প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারবর্গের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত উপজেলা সমবায় অফিসারের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীর তালিকা প্রস্তুত করা হবে। পর্যায়ক্রমে ৬৫,০০০ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও পূর্বের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রশিক্ষণের বিষয় চূড়ান্ত করা হবে।

৩. প্রশিক্ষণ বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বানুসারে প্রশিক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা পরবর্তি পৃষ্ঠার ৩ নং অনুচেছদে বর্ণিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন এবং ৪ নং অনুচেছদে বর্ণিত প্যাকেজ প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক/যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পরিচালনা করবেন।

৫. প্রয়োজনে প্রশিক্ষণকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য প্রকল্পে নিয়োজিত এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হবে। এতদ্‌সংক্রান্ত খরচ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাত থেকে নির্বাহ করা হবে।

৬. প্রকল্পের উপকারভোগীদের কতিপয় সাধারণ বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির জন্য পুরুষ ও মহিলাদের যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. প্রয়োজনে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিকল্প প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন।

৮. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ধরন বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

১০. আবাসন প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিতদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১. উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আবাসন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

তিন দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে প্রশিক্ষণের বিষয়

প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য আবাসন প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং এর কার্যাবলী বিষয়ে ৩ (তিন) দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে যা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা করবেন। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আবাসন প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান ;
২. সমবায় সমিতি গঠন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ;
৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ;
৪. প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধি ও এর টিকাদান ;
৫. সেনিটেশন ;
৬. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ;
৭. ঋণ গ্রহণ, ব্যবহার ও পরিশোধ ;
৮. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ;
৯. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ;
১০. ব্যবহারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা ;
১১. পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা।

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্যাকেজ ট্রেনিং প্রোগ্রামের বিষয়

সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অথবা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত গ্রুপগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা করবেন। সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১. কুটিরশিল্প ;
২. মৎস্য চাষ ;
৩. পাটি বুনন ;
৪. ফটোগ্রাফী ;
৫. বনায়ন ;
৬. নার্সারী ;
৭. হস্তশিল্প ;
৮. মৃৎশিল্প।
৯. নাপিতের কাজ ;
১০. ছাগল পালন ;
১১. ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ ;
১২. এগ্রো-ম্যাকানিকস ;
১৩. ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং ;
১৪. বাঁশ ও বেতের কাজ ;
১৫. হোন্ডা মেরামত ;
১৬. মৌমাছির চাষ ;
১৭. চামড়ার কাজ ;
১৮. শাড়ী ও পোশাকে নকসা ;
১৯. কনফেকশনারী বিষয়ক ;
২০. ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং ;

২১. ধোপার কাজ ;
২২. মৌসুমী ফলমূল ও শাক সব্জির ব্যবসা ;
২৩. সেলাই, পোশাক তৈরী ও দর্জির কাজ ;
২৪. শাকসব্জির বাগান, ফলের বাগান ;
২৫. পারিবারিক পর্যায়ে হাঁসমুরগী পালন ও খামার স্থাপন ;
২৬. নকশী কাঁথা ;
২৭. রেশম/তুঁত-চাষ ;
২৮. গ্রামীণ স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী ;
২৯. গবাদি পশুর চামড়া বেচা-কেনা ;
৩০. আচার/জ্যাম-জেলী প্রক্রিয়াকরণ ;
৩১. কাঠ ও ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈরী ও বিক্রয় ;
৩২. রিক্শা, বাই-সাইকেল ও ভ্যান গাড়ী মেরামত।

উল্লেখিত পেশাসমূহ ছাড়াও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। যুব উন্নয়নের উপজেলা ভিত্তিক টার্গেটও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা।

বেইসলাইন সার্ভে

আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের প্রশিক্ষণ ও আর্থ সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় বেইসলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। সার্ভে রিপোর্টে প্রতিফলিত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপকারভোগীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা তার কার্যালয়ের মাধ্যমে বেইসলাইন সার্ভে পরিচালনার ব্যবস্থা নিবেন। এতদ্সংক্রান্ত ব্যয় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ খাত থেকে নির্বাহ করা হবে। আবাসন এলাকা ও পুনর্বাসিত পরিবার এর তথ্যাদি দুই প্রস্তে সংগ্রহ করা হবে। এক প্রস্ত উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হবে এবং এক প্রস্ত প্রকল্প পরিচালক, আবাসন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

আবাসন প্রকল্প অডিট

আবাসন প্রকল্পগুলোর হিসাব-নিকাশ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পগুলোতে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতদ্সংক্রান্ত ব্যয় প্রকল্পের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হবে।

প্রশিক্ষণ ভাতা

প্রশিক্ষণার্থী ঃ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের দিনে কর্মহীন/আয়হীন থাকবেন বিধায় তাদের প্রত্যেককে প্রতি প্রশিক্ষণ দিনের জন্য ৮০ (আশি) টাকা করে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষক ঃ প্রশিক্ষকদের প্রতি অধিবেশনের(দুই ঘন্টা) জন্য কমপক্ষে ২০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষণের স্থান

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ স্থানের ব্যবস্থা করবেন। প্রকল্প চত্বরে/কমিউনিটি সেন্টারে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য আনুষঙ্গিক ফান্ড এর ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন

উপজেলা সমবায় অফিসার/ সহকারী পরিচালক/যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্সের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করবেন।

প্রশিক্ষণ বাজেট

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের জন্য উপজেলা সহকারী পরিচালক/যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা / উপজেলা সমবায় অফিসার প্যাকেজ প্রোগ্রাম ভিত্তিক বাজেট ও কর্মসূচী প্রস্তুত করে উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে 'উপজেলা টাস্কফোর্স' এর অনুমোদনক্রমে প্রকল্প পরিচালক, আবাসন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক, আবাসন প্রকল্প, বাজেট ও কর্মসূচী অনুমোদন পূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সভাপতি, উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স বরাবর ছাড়করণের ব্যবস্থা করবেন।

প্রশিক্ষণ ব্যয়ের হিসাব

প্রতিটি ট্রেনিং কোর্স সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ব্যয়ের হিসাব উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্সের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এরূপ হিসাব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স এর সভা আহবান করবেন। এ সভায় ব্যয় অনুমোদিত হলে এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজ ও সভার কার্যবিবরণী যথাশীঘ্র প্রকল্প পরিচালক, আবাসন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করবেন।

প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন

প্রতিটি প্রশিক্ষণ ক্লাস সমাপ্তির পর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষনার্থীদের মূল্যায়ন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজেই এর তদারকি করবেন। প্রশিক্ষণ নিম্নমানের মনে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বি আর ডি বি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের বিভাগীয় নীতিমালা অনুসরণে পুনর্বাসিতদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। অপরদিকে, আবাসন প্রকল্প থেকেও তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যাবে।

বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান

বেসরকারী সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব সম্পদে পুনর্বাসিতদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পর্কে 'আবাসন প্রকল্প' কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন ধরনের জটিলতা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক, আবাসন এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবাসন প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের ঋণ প্রদান নীতিমালা

আবাসন(দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। এ প্রকল্পের উপকারভোগীদের বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হবে। প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা

১. প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীরাই ঋণ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন ;
২. ঋণ গ্রহণকারীর (পুরুষ/মহিলা) বয়স আঠার বৎসর বা তদুর্ধ্ব হতে হবে ;
৩. ঋণ গ্রহণকারীকে এ প্রকল্পের আওতায় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে হবে ;
৪. প্রতি পরিবারের ০২ জনের বেশী ঋণ পাবে না ;
৫. ঋণ গ্রহণকারীর স্বাক্ষরতাকে অগ্রাধীকার দেয়া যেতে পারে ;

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

১. মৎস্য চাষ ;
২. ক্ষুদ্র ব্যবসা ;
৩. রিক্সা ক্রয়;
৪. ওয়েল্ডিং ;
৫. নার্সারী ;
৬. ধাত্রীবিদ্যা ;
৭. শাক-সব্জি উৎপাদন ;
৮. বাশ ও বেতের কাজ/পাটি বুনন ;
৯. নাপিতের কাজ শেখা ও ব্যবসা পরিচালনা ;
১০. ছাগল পালন ;
১১. হাঁস মুরগী পালন ;
১২. ভ্যান গাড়ী ক্রয়;
১৩. বৈদ্যুতিক কাজ ;
১৪. ধান মাড়াইকরণ ;
১৫. সেলাই কাজ ও ডিজাইন ;
১৬. অন্য কোন আয় সৃজনকারী কর্ম ;
১৭. গ্রামীণ স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী ;
১৮. হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প/মৃৎশিল্প/নক্সী কাঁথা সেলাই।

উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি

১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	সভাপতি
২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
৩.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	"
৪.	আর ডি ও- বিআরডিবি	-	"
৫.	সহকারী পরিচালক / উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	"
৬.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	"
৭.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	"
৮.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	"
৯.	স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি	-	"
১০.	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

ঋণের আবেদন ও ঋণ মঞ্জুর

১. প্রকল্পের নির্ধারিত আবেদন পত্রে 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র নিকট ঋণের আবেদন করতে হবে। আবেদনে যাচিত ঋণের পরিমাণ, উদ্দেশ্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা থাকবে।

২. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে।

৩. 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি' যাচিত ঋণের যৌক্তিকতা নিরূপণ করে আবেদনের ১(এক) মাসের মধ্যে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করবে। যাচিত ঋণের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করণের এখতিয়ার 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র থাকবে।

৪. প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণের আবেদন করতে হবে।

৫. ঋণের আবেদন, ঋণ মঞ্জুর, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধসহ এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র সভার এজেন্ডাভুক্ত হবে।

ঋণের জামানত

১. ঋণের আবেদনকারী পাঁচ জনের একটি দল গঠন করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের আবেদন করবেন। ঋণ গ্রহণকারী সরকার থেকে প্রাপ্ত ঘরের বরাদ্দপত্র/ কবুলিয়ত ঋণের জামানত হিসেবে বন্ধক রাখবেন।

২. দলভুক্ত সদস্যদের প্রত্যেকের গৃহীত ঋণের জন্য ঋণ গ্রহণকারী এককভাবে এবং দল যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

৩. ঋণ মঞ্জুরীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঋণের টাকা ব্যবহারের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র নিকট দাখিল করবেন।

৪. কোন একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দলভুক্ত অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. কোন দলের কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য ঋণ পরিশোধ করলে তাদেরকে নতুন দল গঠনের মাধ্যমে পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

৬. ঋণ পরিশোধ না হলে দ্বিতীয়বার ঋণ দেয়া যাবেনা।

ঋণের ব্যবহার

যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ ঋণ ব্যবহার করা যাবে না। তবে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র অনুমোদনক্রমে তা পরিবর্তন করা যাবে। 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি' ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

ঋণের পরিমাণ

১. প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ড সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য সরকারি/ আধা সরকারি বিভাগসমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে।

২. নির্বাচিত সরকারি/আধা সরকারি বিভাগের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে মূলধন সরবরাহ করার জন্য উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করা হবে যার পরিমাণ প্রতি ব্যক্তির জন্য সর্বনিম্ন ২০০০/- হতে সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে একই পরিবারভুক্ত একাধিক সদস্য থাকলে তাদের সকলের প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ১৫,০০০/- টাকার বেশী হবে না।

ঋণ পরিশোধ ও সমিতির মূলধন সৃষ্টি

১. মঞ্জুরীকৃত ঋণ সহজ কিস্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হবে। তবে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ঋণ মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকবে।

২. ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণ মঞ্জুরী, ঋণের কিস্তি পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে পাশ বুক সরবরাহ করা হবে।

৩. আদায়কৃত ঋণ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচী ঘুর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৪. আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের ৩% সমিতির রিজার্ভ ফান্ডে, ৩% প্রকল্পের রিজার্ভ ফান্ডে এবং ২% সমিতিতে ঋণ গ্রহণকারীর সঞ্চয় হিসাবে জমা থাকবে। এ টাকার সমিতির অংশ সমিতির ব্যাংক হিসাবে এবং প্রকল্পের অংশ প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। সমিতির রিজার্ভ ফান্ড হতে আবাসন গৃহ, কমিউনিটি সেন্টার, টিউবওয়েল, বাথরুম/ল্যাট্রিন ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার মেটাতে হবে। প্রয়োজনে সমিতির সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে তহবিল সৃষ্টি করে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৫. ঋণের ব্যবহার ও আদায়ের জন্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা তার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন। ঋণ আদায় না হলে

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ আদায় না হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখসহ ঋণ আদায়ের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটিতে পেশ করবেন।

৬. প্রকল্পের এ ঋণের কোন চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাব করা হবে না।

৭. উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৮. কোন ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং উক্ত ঋণ আদায়ের কোন উৎস না থাকলে উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটির বিবেচনামতে সমিতির রিজার্ভ ফান্ড থেকে উক্ত ঋণ সমন্বয় করা যেতে পারে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে অন্য ধরণের বিবেচনা করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করা যেতে পারে।

ব্যাংক হিসাব

ঋণ মঞ্জুরী, আদায়সহ সকল লেনদেন যে কোন বানিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নগদ লেনদেনের মাধ্যমে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হবে না। প্রতিটি প্রকল্পের লেনদেন পৃথক হিসাব নম্বরে পরিচালিত হবে। উক্ত হিসাব উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ঋণের টাকা অবমুক্তকরণ

ঋণের আবেদনসমূহ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করার পর, 'উপজেলা আবাসন প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র সভায় বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় টাকা ছাড়করণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করবে। প্রকল্প পরিচালক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে টাকা ছাড়করণের ব্যবস্থা করবেন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান

আবাসন প্রকল্পের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উপজেলা ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটির মাধ্যমে এ

কার্যক্রম চলবে। বিকল্প হিসাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বি আর ডি বি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের বিভাগীয় নীতিমালা অনুসরণে পুনর্বাসিতদেরকে ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে একই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে একাধিক উৎস থেকে ঋণ প্রদান করা যাবে না।

বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান

বেসরকারী সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব সম্পদে পুনর্বাসিতদেরকে ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ ঋণ কর্মসূচী সম্পর্কে আবাসন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন প্রকার জটিলতা বা অস্পষ্টতা দেখা দিলে আবাসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবাসন (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্পের ভূমি ব্যবহারের (Land use plan) নীতিমালা

১. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে দায়িত্ব ও মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের চাহিদা বিবেচনায় আনতে হবে এবং তাদের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. মৌজা-ম্যাপ এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্পস্থান ও এর সংলগ্ন এলাকার সীমানা নিরূপণ করতে হবে।

৩. প্রতি পরিবারের জন্য ৩-৮ শতাংশ জমি ধরে ব্যারাক হাউজ (ল্যাট্রিন ও নলকূপসহ) ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৪. পরিবেশের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ না করে প্রকল্পের অবকাঠামো স্থাপন করতে হবে।

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার মানচিত্রে একইসাথে বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মানচিত্রে পছন্দমত সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা তথ্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।

৬. প্রকল্পস্থানটি ঐ এলাকার সর্বোচ্চ বন্যাস্তর হতে কমপক্ষে ২ ফুট উঁচু হলে (প্রয়োজনে মাটি ভরাটের পর) সে স্থানে আবাসন প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করতে হবে।

৭. আবাসন গ্রাম সমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুর খনন করা হবে এবং বিদ্যমান পুকুরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পুনঃখনন/সংস্কার করা যেতে পারে।

৮. দু'টি ব্যারাক হাউজের পার্শ্ববর্তী দূরত্ব কমরেশি ১০ ফুট রাখা যেতে পারে। ব্যারাক হাউজগুলো দক্ষিণ/পূর্বমুখী করে স্থাপন করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৯. ল্যাট্রিন

ব্যারাক হাউজের পিছনে অথবা পার্শ্বে প্রতি ১০টি পরিবারের জন্য একটি ব্লক ল্যাট্রিন কাম বাথ নির্মাণ করা হবে। ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য কমবেশী ৩৫ ফুট X ১৫ ফুট আয়তনের জায়গা রাখা যেতে পারে। ল্যাট্রিনসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে নির্ধারিত ১০ টি পরিবারের জন্য তা সহজগম্য হয়। ব্লক ল্যাট্রিনসমূহ ব্যারাক হাউজ থেকে সুবিধা জনক দূরত্বে নির্মাণ করতে হবে।

১০. অগভীর নলকূপ

প্রতি ১০টি পরিবারের জন্য একটি করে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। নলকূপসমূহ রান্নাঘর ও ল্যাট্রিনের কাছাকাছি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে নির্ধারিত ১০ পরিবারের জন্য সহজগম্য হয়। নলকূপের জন্য কমবেশি ১০ ফুট X ৫ ফুট আয়তনের জায়গা রাখা যেতে পারে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থানের লক্ষ্যে গভীর নলকূপ/রিংওয়েল/পন্ড স্যান্ড ফিল্টার নির্মাণ করতে হলে এজন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখতে হবে। উক্ত অবকাঠামোগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে DPHE এর নিকট পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

১১. প্রতিটি কমিউনিটি সেন্টারের জন্য কমবেশি ৪০ ফুট X ২৫ ফুট আয়তনের জায়গা রাখা যাবে। কমিউনিটি সেন্টারটি এমনভাবে স্থাপন

করতে হবে যাতে সবার জন্য সহজগম্য হয়। উল্লেখ্য প্রতি ১০ টি ব্যারাক হাউজের জন্য ১ টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হবে। তবে সর্বনিম্ন ৫ টি ব্যারাক হাউজ হলেও ১ টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা যেতে পারে।

১২. প্রতিটি আবাসন গ্রামে প্রয়োজন অনুযায়ী মস্‌জিদ ও কবরস্থানের জন্য জায়গা রাখা যেতে পারে।

১৩. অভ্যন্তরীণ চলাচলের পথের জন্য ১০ ফুট/৮ ফুট/৬ ফুট চওড়া রাস্তার জন্য জায়গা রাখা যেতে পারে।

১৪. আবাসন গ্রামসমূহে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের জন্য জায়গা রাখতে হবে।

১৫. প্রকল্পস্থানের যে দিকে নদী নালা বা নীচু জমি আছে সেদিকে ঢালু রেখে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এলাকা বড় হলে, ছোট ছোট অংশে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের পানি আলাদা ভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৬. আবাসন গ্রামসমূহে পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগানো হবে। এর জন্য সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে।

১৭. আবাসন প্রকল্পস্থানসমূহে প্রয়োজনীয় মাটির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যে সকল প্রকল্পস্থানে ব্যারাক হাউজ নির্মাণের জন্য এএফডিকে কার্যাদেশ দেয়া হবে কেবলমাত্র সে সকল প্রকল্পস্থানে ব্যারাক হাউজ (ল্যাট্রিন ও নলকূপসহ) নির্মাণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ আলোচ্য নীতিমালা অনুসরণ করে Land Use Plan প্রস্তুত করবে। এ কাজে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া যাবে।

১৮. উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স আলোচ্য নীতিমালা অনুসরন করে মাটির কাজের (যেখানে মাটির কাজের প্রয়োজন হবে) প্রকল্প প্রণয়ন করবে।

১৯. উক্ত নীতিমালার উপর পরামর্শ/প্রস্তাব থাকলে তা বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেয়া হবে।

২০. সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নীতিমালা/নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যাবলী

ক. আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স

আবাসন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে "আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স" গঠিত হবে। এই টাস্কফোর্স উপজেলা পর্যায়ে আবাসন প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করবে। উপজেলা টাস্কফোর্স এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করবে। উপজেলা টাস্কফোর্স খাস জমি উদ্ধার, দানকৃত/ক্রয়কৃত জমি এবং রিজিউমকৃত জমি চিহ্নিত করে আবাসন গ্রাম প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যথাযথভাবে স্থান নির্বাচন ও প্রস্তাব প্রেরণ করবে, অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে, নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে আবাসন গ্রামে পুনর্বাসন করবে, এছাড়াও আবাসন প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করবে। "আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স" মাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবে।

নিম্নরূপভাবে "আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স" গঠিত হবে ঃ

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য সচিব
৩.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	-	সদস্য
৪.	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	"
৫.	উপজেলা মৎস্য অফিসার	-	"
৬.	উপজেলা প্রকৌশলী	-	"
৭.	উপজেলা পশু সম্পদ অফিসার	-	"
৮.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	-	"
৯.	উপজেলা সমবায় অফিসার	-	"
১০.	সাবরেজিষ্ট্রার	-	"
১১.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	"
১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	"

১৩.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
১৪.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	-	"
১৫.	সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	"
১৬.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	"
১৭.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	-	"
১৮.	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	"
১৯.	সমাজকর্মী (পুরুষ) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-	"
২০.	সমাজকর্মী (মহিলা) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	-	"

খ. আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন জেলা টাস্কফোর্স

আবাসন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলা পর্যায়ে "আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন জেলা টাস্কফোর্স" গঠিত হবে। এই টাস্কফোর্স মাঠ পর্যায়ে আবাসন প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগ/ দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করবে। জেলা টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন করবে। "আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন জেলা টাস্কফোর্স" মাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবে।

নিম্নরূপভাবে "আবাসন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স" গঠিত হবে ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	-	"
৪.	উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	-	"
৫.	জেলা মৎস্য অফিসার	-	"
৬.	জেলা পশুসম্পদ অফিসার	-	"
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	"
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	"
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	"
১০.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	-	সদস্য সচিব
১১.	সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর		"
১৩.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	-	"
১৪.	জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি	-	"

১৫.	বিভাগীয় বন অফিসার	-	সদস্য
১৬.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	"
১৭.	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	-	"
১৮.	উপ পরিচালক, বিআরডিবি	-	"
১৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	"
২০.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	"
২১.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	-	"
২২.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	"
২৩.	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	"
২৪.	উপ-পরিচালক/ সহকারী পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	"
২৫.	জেলা নিবন্ধক	-	"
২৬.	সমাজকর্মী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	"

আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব

উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্সের সভাপতি ও উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিম্নলিখিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন ;

- ❖ আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স গঠন।
- ❖ উপজেলা টাস্কফোর্সে ০২ জন সমাজকর্মী মনোনয়ন।
- ❖ প্রতিমাসে উপজেলা টাস্কফোর্সের সভায় সভাপতিত্ব করা।
- ❖ প্রকল্প বাস্তবাযনের জন্য ঝামেলামুক্ত জমি নির্বাচন করা।
- ❖ উপজেলা টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদন।
- ❖ টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প ছকে স্বাক্ষরপূর্বক জেলা টাস্কফোর্সে প্রেরণ।
- ❖ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে প্রকল্পটি টেকসই(viable) কি-না তা নিশ্চিত করা।
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে মাটির কাজ সম্পাদন।
- ❖ মাটির কাজ সম্পাদনের পর ব্যারাক নির্মাণের জন্য land use plan প্রস্তুত করা। (সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা রেকি করার সময় এই plan টি সংগ্রহ করবেন। তবে প্রয়োজনে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এটি পরিবর্তন করা যেতে পারে)।

- ব্যারাক নির্মাণের সময় সশস্ত্রবাহিনী বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- নীতিমালা অনুসারে উপকারভোগী পরিবার বাছাই ।
- বাছাইকৃত পরিবার প্রকৃতপক্ষে ভূমিহীন কি-না তা নিশ্চিত করা।
- সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের কাছ হতে নির্মিত ব্যারাকের হস্তান্তর গ্রহণ।
- নির্ধারিত ফরমে বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রেরণ।
- পরিবার পুনর্বাসন ও কবুলিয়ত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
- প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
- উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের বিষয়ে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাকে সহায়তা দান।।
- প্রত্যেক মাসে প্রকল্প পরিদর্শন এবং রিপোর্ট প্রদান।
- প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে মামলা হলে সে মামলার যথাযথ তদবীর করা।

প্রকল্প বাস্তবাস্তবায়নে বিভিন্ন ধাপসমূহ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিষ্কণ্ঠক খাস/দানকৃত/রিজিউমকৃত জমি নির্বাচন।
- নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ।
- উপজেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন।
- উপজেলা আবাসন প্রকল্প টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প স্বাক্ষরপূর্বক জেলা টাস্কফোর্স এর নিকট প্রেরণ।
- সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথ সার্ভে পরিচালনা।
- জেলা আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন।
- সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক আবাসন প্রকল্প প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।
- আবাসন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন।
- উপজেলা থেকে মাটির কাজের বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রেরণ।
- প্রস্তাবিত প্রাক্কলন প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক মাটির কাজের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ।
- প্রকল্প স্থান প্রস্তুত হলে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগকে ব্যারাক নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান।

- সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের সদস্যগণ কর্তৃক ব্যারাক নির্মাণ।
- নির্মিত ব্যারাক উপজেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
- ব্যারাকে পরিবার পুনর্বাসন।
- বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ (প্রশিক্ষণ, ঋণ, পরিবার-পরিকল্পনা, বনায়ন, বিদ্যুৎ সুবিধা ইত্যাদি) বাস্তবায়ন।
- আবাসন প্রকল্পের অফিসারগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন।

❐ আবাসন প্রকল্প ঃ পটভূমি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মকৌশল ও নীতিমালা

❐ গ্রন্থনা
গোলাম মবিন মোঃ মাহতাবুল ইসলাম, মনিটরিং অফিসার
আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মনিটরিং অফিসার
মোহাঃ আরিফুল হক, মনিটরিং অফিসার
এ,টি,এম শামসুল হুদা মনিটরিং অফিসার

❐ সম্পাদনা
মুহম্মদ আতাউর রহমান
প্রকল্প পরিচালক

❐ সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ খায়রুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক

❐ ডিজাইন
মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার

❐ আবাসন প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন,
তেজগাঁও, ঢাকা থেকে প্রকাশিত

❐ প্রকাশকাল ০১.০৬.২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

দেশের ভূমিহীন গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের জন্য
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিশ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

আবাসন প্রকল্প

বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

সরকারী খাস জমি, রিজিউমকৃত ও দানকৃত জমিতে
স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০শে জুন ২০০৬ এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসন করা হবে।

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য ঃ

পুনর্বাসিত পরিবারের [illegible] •শিক্ষা•সামাজিক নিরাপত্তা•স্বাস্থ্য ও [illegible] সেবা প্রদান•প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ [illegible] •ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে [illegible] কর্মসংস্থান উপায় সৃজন•সামাজিক বনায়ন•[illegible] চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ•পরিবেশ সংরক্ষণ•বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান•[illegible] সরবরাহ এবং•আবাসন গ্রামসমূহে অভ্যন্তরীণ চলাচলের পথ নির্মাণ।

- এ প্রকল্পে জমি দান করে আপনি নিজ নামে অথবা আপনার প্রিয়জনের নামে আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করুন।
- খাস জমি চিহ্নিতকরণ এবং তা উদ্ধারে সরকারকে সহায়তা করুন।
- পুনর্বাসিত দরিদ্র মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে সামাজিকভাবে সহায়তা করুন।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে এগিয়ে আসুন।
- শাকসব্জি ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করুন।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করুন।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকুন।

আবাসন প্রকল্প-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ফোনঃ ৯১২৪১০০, ৯১১৪৩২১, ৯১২৪৯৭০, ৯১২৫২৯২, ৯১২৫২৬৭ ফ্যাক্স: ৯১২৯৮১০

আবাসন প্রকল্প

উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল ও নীতিমালা

আবাসন প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা